দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

0 2 MAR 1988
তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

45

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার নম্বরপত্র

গত ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত পাস কোর্সের বিভিন্ন শাখার পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। আজ পর্যন্ত কলেজে কোন প্রকার নম্বর সিট আসেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল কলেজকে জানিয়েছে ১৯৮৭ সালের পরীক্ষার্থীদের প্রভিশনাল/মার্ক সার্টিফিকেট কলেজ অধ্যক্ষ বরাবর ব্যতীত ছাত্রদের হাতে হাতে দেয়া হবে না। আমরা নিয়মানুসারে মার্কসীটের আবেদনপত্র কলেজ অধ্যক্ষের মারফত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাই। বিশ্ববিদ্যালয় অফিস কার্যালয়ে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে নোটিশ বোর্ডে দেখতে পাই "১৯৮৭ সালে পরীক্ষার দরখাস্তকারীদের ১৫ দিনের মধ্যে মার্ক সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।" আজ প্রা[য়] মাস হলো কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোন কাগজপত্র কলেজে আসেনি। এমতাবস্থা[য়] আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক সীটের অভাবে ভর্তি ফর[ম] পূরণ করতে বা ভর্তি হতে পারছি না। কর্তৃপক্ষের নিক[ট] আকুল আবেদন আমাদের নম্বরপত্র সত্বর কলেজ অধ্যক্ষে[র] নিকট পাঠাবেন।

--আবদুর রউফ শিকদার
– উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের সমস্যাবলী

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর মধ্যে ফজলুল হক হল অন্যতম প্রাচীন হল। হলটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। হলের টি,ভি রুম, ডাইনিং রুম ও ক্যান্টিনে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র গুটি কয়েক ভাঙ্গা চেয়ার, টেবিল-বেঞ্চ আছে। ছেলেদের মেঝেতে বসে কষ্ট করে টি,ভি অনুষ্ঠান দেখতে হয়। খবর শুনার জন্য হলে কোন রেডিও নাই। ডাইনিং-এর খাবারের মান অনুন্নত। নিম্নমানের চাল, শাক-সবজি, ডাল মাছ সরবরাহ করা হয়। শাক-সবজি ঠিকমত পরিষ্কার না করায় প্রায়ই তরকারির মধ্যে আবর্জনা পাওয়া যায়। ডাইনিং-এর দুরাবস্থার জন্য হলের অধিকাংশ ছেলে হলের বারান্দা বা রুমে রান্না করে। রান্না করার উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি হলের যেখানে-সেখানে রাখায় হলের চতুর্দিকে পুচা-দূর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে। ক্যান্টিনের নাস্তাও নিম্নমানের। তা-ও সময়মত সরবরাহ করতে পারে না। ইদানীং হলে প্রায়ই চুরি হচ্ছে। ছেলেরা ক্লাসে গেলে রুমের তালা ভেঙ্গে জামা কাপড়, জুতা, টাকা পয়সা, রেডিও ক্যাসেট ইত্যাদি নিয়ে পালিয়ে যায়। হলের টেলিফোন লাইন দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট। হলের মধ্যে ৮/৯টি কুকুর থাকে। কুকুরের গায়ের দুর্গন্ধে টিকে থাকা কষ্টকর। কুকুরগুলো যেখানে-সেখানে মলমুত্র ত্যাগ করায় হলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। টিভি রুম, ক্যান্টিন ও বাথরুমে প্রায়ই বাল্ব থাকে না। বাথরুম নিয়মিত পরিস্কার না করায় পায়খানা ও প্রস্রাবের গন্ধে টিকে থাকা কষ্টকর। সময়মত বাথরুমে পানি থাকে না। অনুষদগুলো হতে ফজলুল হক হলের দুরত্ব সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য হলগুলোর সামনে দিয়ে বাস যাতায়াত করলেও আমাদের হলের জন্য এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। বৃষ্টির সময় রাস্তার মাঝে পানি জমে থাকায় কষ্ট করে ছেলেদের ক্লাসে যেতে হয়।

সুতরাং কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন অনতিবিলম্বে হলের সার্বিক সমস্যার সমাধান সহ সাবসিডির ব্যবস্থা করে ডাইনিং ও ক্যান্টিনে খাদ্যের মান উন্নত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

--এস এম এ হালিম ও জয়ন্ত কুমার সাহা, ফজলুল হক হল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

জগন্নাথ বিঃ কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরপত্র দেওয়া হয় নাঃ আবেদন পত্রের মূল্য পঞ্চাশ টাকা

জগন্নাথ বিঃ কলেজের বর্তমান দুরবস্থার খবরাখবর কম বেশী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। চলতি বৎসর ভর্তি পরীক্ষার কয়েক হাজার আবেদন পত্র জমা পড়েছে, প্রতিটি ফরমের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের ৫০/-টাকা করে কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়েছে। এই পরিমাণ টাকা দেশের অন্য কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি পরীক্ষার আবেদন পত্রের জন্য জমা নেয় না। অথচ পরীক্ষার সময় উত্তর পত্র দেয়া হচ্ছে না। গত বৎসর কোন কোন বিভাগে (যেমন: অর্থনীতি) প্রশ্ন পত্রও দেওয়া হয়নি। ফরম বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত এই বিপুল পরিমাণ টাকার একটা বড় অংকের খরচ নিয়ে বিভিন্ন রকম অভিযোগ শোনা যায়। এই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোরাজ্জম, রুমা
৯৬, কাকরাইল, ঢাকা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে অস্ত্রমুক্ত করা হোক

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলগুলোকে পুলিশের তল্লাশির মাধ্যমে অস্ত্রমুক্ত করার যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে সেটা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। এতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যেমন খুশী হয়েছে, তার চেয়ে বেশী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে অভিভাবক শ্রেণী। কিন্তু আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা একটা সন্ত্রাসবাদী ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রের ঝন-ঝনানিতে সদাসর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত। আমরাও চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতেও পুলিশী তল্লাশি চালানো হোক।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা এই যে, ক্যাম্পাসে একটা সুস্থ পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে হলগুলোতে পুলিশী তল্লাশি চালানো হোক এবং চাকসু নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক।

জনৈক ছাত্র
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।